বাড়ির অমতে ভালোবাসার বিয়ে, পুলিশের দ্বারস্থ ঘরছাড়া নবদম্পতি

সঞ্জীব ঘোষ ● গোঘাট

বাড়ির অমতে ভালোবেসে বিয়ে করেছেন। আর তারপর থেকেই বাপের বাড়ির লোক স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেদেরকে হুমকি দিচ্ছেন। এর জেরে তাঁরা পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য হচ্ছেন। তাই নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে আরামবাগ মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের দ্বারস্থ হলেন মেঘমালা মণ্ডল।তাঁর বাপের বাড়ি হুগলির গোঘাটের কাঁটাগোড়িয়া গ্রামে। তিনি বছর দুই আগে ম্যাজুয়েট হয়েছেন। তিনি ভালোবাসেন গোঘাটেরই নকুণ্ডা গ্রামের প্রসেনজিৎ মণ্ডলকে। প্রসেনজিতের একটি ইলেকট্রিকের দোকান আছে। মেঘমালা জানিয়েছেন, প্রসেনজিৎকে তাঁদের পরিবারের লোকের পছন্দ ছিল না। তাই তাঁর বাবা তাঁর জন্য অন্যত্র দেখাশোনা করছিলেন। কিন্তু তিনি যেহেতু প্রসেনজিৎকে ভালোবাসেন তাই বাধ্য হয়ে তাঁকে বৃহস্পতিবার মন্দিরে গিয়ে হিন্দু শাস্ত্রমতে বিয়ে করেন। এছাড়াও তাঁরা আইনিসম্মতভাবে রেজিস্ট্রি বিয়ে করেন। মেঘমালার অভিযোগ, এরপর থেকেই তাঁর বাবা ও দাদা তাঁর স্বামী প্রসেনজিৎ ও শ্বশুরবাড়ির অন্যান্যদের হুমকি দিচ্ছেন। এমনকি প্রসেনজিতের জামাইবাবুকে হেনস্থাও করেন। তাই তাঁরা ভয়ে শ্বশুরবাড়িতে যেতে পারছেন না। বিয়ের পর থেকেই পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। তাই এদিন মেঘমালা মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কার্যালয়ে গিয়ে তাঁদের নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে বাপের বাড়ির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জমা দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্বামী প্রসেনজিৎও। অভিযোগ জমা দেওয়ার পর তাঁরা জানিয়েছেন, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কৃশানু রায় তাঁদের নিরাপত্তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

তিনতলার বাথরুম থেকে ঝাঁপ মেরে পালাল রোগী

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হাসপাতালের তিন তলার বাথরুম থেকে ঝাঁপ মেরে রোগী পালানোর ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল হুগলির আরামবাগ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বরে। এই ঘটনায় বিষয়টি আরামবাগ থানাকে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে রোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে তখন নিরাপত্তা কর্মীরা জানান, তিনি বাথরুমে গেছেন। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেলেও তিনি আর বের হননি। তখন বাথরুম খুলে দেখা যায় বরুণ নেই। বাথরুমের জানালা দিয়ে বের হয়ে পাইপ বেয়ে নিচে ঝাঁপ মেরে পালিয়েছেন। এরপর চারদিক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

আরামবাগ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

হাসপাতালের নিরাপত্তায় গাফিলতির অভিযোগ আনা হয়েছে। জানা গেছে, পারিবারিক অশান্তির জেরে বৃহস্পতিবার বিষ পান করেন গোঘাটের হাজিপুর গ্রামের বরুণ বাগ। এরপর তাঁকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা ভেবে তাঁকে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ওই রোগীর ভগ্নিপতি অমৃত বাগ জানান, তাঁরা এদিন সকাল ১০টা নাগাদ হাসপাতালে গিয়ে দেখেন রোগী বেড নেই। বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল এবং আরামবাগ থানায় জানানো হয়। যদিও দুপুরের দিকে আরামবাগ হাসপাতালে পৌঁছান বরুণের শ্যালক উত্তম দোলুই। তিনি জানান, বরুণ বাড়িতে পৌঁছে গেছে। এখন সুস্থ আছে। তবে এই ঘটনায় বরুণের আত্মীয় পরিজন হাসপাতালের নিরাপত্তায় গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন। এবিষয়ে আরামবাগ হাসপাতালের সুপার ডাঃ শিশিরকুমার নস্কর বলেন, একটি ঘটনা ঘটেছে। পুলিশকে জানানো হয়েছে।

খানাকুলে ট্যারেন্টুলা মাকড়সার আতঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ হুগলির খানাকুলে আবারও ট্যারেন্টুলা মাকড়সার আতঙ্ক। এবার এই ভয়াবহ আকৃতির রোমশ মাকড়সার দেখা মিলল খানাকুল বকুলতলার দুর্গাশঙ্কর পাণ্ডার বাড়িতে। জানা গেছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় দুর্গাবাবুর পুত্রবধূ রান্নাঘরের মধ্যে ওই ভয়ঙ্কর মাকড়সাটিকে ঘোরাফেরা করতে দেখেন। ভয়ে তাঁরা ওই মাকড়সাটিকে মেরে ফেলেন।এই ঘটনা জানাজানি হওয়ার পরেই এলাকায় নতুন করে আতঙ্ক

আত্মঘাতী দিনমজুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ মানসিক অবসাদে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন এক ব্যক্তি। মৃতের নাম শম্ভু চৌধুরী (৪৫)। বাড়ি হুগলির গোঘাট থানার নকুণ্ডা গ্রামে। তিনি পেশায় দিনমজুর। জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন শম্ভুবাবু। তিনি শুক্রবার বিকালে নিজের বাড়িতেই বিষ পান করেন। পরিবারের লোকেরা তাঁকে উদ্ধার করে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসা চলাকালীন শনিবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়।

গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ মায়ের বকুনিতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক যুবক। মৃত ওই যুবকের নাম রিজু সাঁতরা (২২)। বাড়ি হুগলির গোঘাট থানার কুড়চিগোড়িয়া গ্রামে। রিজু একটি স্থানীয় মুড়ি কারখানায় কাজ করতেন। তারা এক ভাই ও এক বোন। জানা গেছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় বাড়িতে একটু অশান্তি হয়। তার জেরেই সে ঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গামছার ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন। এরপর পরিবারের লোক দেখতে পেয়ে দরজা ভেঙে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। তাকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

আরামবাগে আগুনে পুড়ে মৃত গৃহবধূ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ আগুনে পুড়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর।মৃতার নাম বুল্টি রুইদাস (৩০)। বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা থানার বৈঁচি গ্রামে। জানা গেছে, বুল্টিদেবী বৃহস্পতিবার বাড়িতে রাতে গ্যাস সিলিণ্ডারে রান্না করছিলেন। সেই সময় অসতর্কতাবশত তাঁর শাড়ির আঁচলে আগুন লেগে যায়। তিনি অগ্নিদগ্ধ হন। পরিবারের লোক তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসা চলাকালীন শুক্রবার রাতে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ছাত্র ভর্তি দেখতে কলেজে কলেজে ঘুরলেন বিধায়ক রচপাল সিং

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ কলেজে ছাত্র ভর্তিতে তোলাবাজি নয়, ব্যবস্থা নিতে হবে প্রশাসনকে। কড়া নির্দেশ ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। আর সেই নির্দেশ যথাযথ পালন হচ্ছে কিনা তা সরজমিনে পরিদর্শনে এলেন হুগলির তারকেশ্বর বিধায়ক রচপাল সিং। শনিবার তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজ ও চাঁপাডাঙ্গা রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে বিধায়ক রচপাল সিং ভর্তির জন্য আসা ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের সাথে কথা বলে নেন। ভর্তি নিয়ে কোনও সমস্যা আছে কিনা। বিধায়কের এই উদ্যোগে খুশি ছাত্রছাত্রী থেকে অভিভাবক সকলেই।

মোহন্ত মহারাজের স্মরণে মৌন পদযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ প্রয়াত প্রাক্তন মোহন্ত মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য হুগলির তারকেশ্বর মন্দিরের পুরোহিত মণ্ডলের পক্ষ থেকে শনিবার এক মৌন পদযাত্রা করা হয়। প্রসঙ্গত ৩০ জুন শনিবার তারকেশ্বর মঠের প্রাক্তন মোহন্ত মহারাজ শ্রীশ্রী দণ্ডীস্বামী ঋষিকেশ আশ্রম মোহন্ত মহারাজ পরলোক গমন করেন। শনিবার রাত ১১টা নাগাদ ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে কাঁকো শ্রী শঙ্কর মঠে পরলোকগমন করেন তিনি। দীর্ঘ ৬০ বছরের অধিক তারকেশ্বর মঠের মহারাজের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। ১৯৫২ সালের ৫ এপ্রিল তারকেশ্বর মঠের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছিলেন। ২০১২ সালের প্রথমদিকে বার্ধক্যজনিত কারণে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন তিনি। মহারাজের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ তারকেশ্বর পুরোহিতমণ্ডলীর পক্ষ থেকে এদিন মৌন পদযাত্রা মহারাজের প্রতিকৃতিতে মালা পরিয়ে তারকেশ্বর শহর প্রদক্ষিণ করে। শ্রদ্ধা জানাতে রাস্তার পাশে উপস্থিত হয়েছিলেন অসংখ্য সাধারণ মানুষ।

খানাকুলে শ্যামপ্রসাদের জন্মদিন পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ বিজেপির খানাকুল যুব মোর্চার উদ্যোগে এবং জেলা যুব মোর্চার সহযোগিতায় শুক্রবার ভারতকেশরী শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে হুগলির খানাকুলের রামনগরে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক বিমান ঘোষ, জেলা যুব মোর্চার সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ, খানাকুলের ৪২নং জেলা পরিষদের সভাপতি সুব্রত রানা প্রমুখ।

আত্মঘাতী গৃহবধূ

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ পারিবারিক অশান্তির জেরে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন এক যুবক। মৃত ওই যুবকের নাম সন্তু দোলুই (৩০)। বাড়ি হুগলির খানাকুলের থানার অন্তর্গত নাঙ্গুলপাড়া এলাকায়। তিনি পেশায় জেলে। জানা গেছে, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে শুক্রবার বিকালে তিনি নিজের বাড়িতে কীটনাশক খান। পরিবারের লোকেরা বুঝতে পেরে তাঁকে উদ্ধার করে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসা চলাকালীন ওদিন রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। স্ত্রী ছাড়াও এক ছেলে ও এক মেয়ে বর্তমান।

বাকবিতণ্ডা, ছুরিতে আহত যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ মদের আসরে চলছিল বচসা। সেই সময় বন্ধুর পেটে ছুরি মারার অভিযোগ উঠল একযুবকের বিরুদ্ধে। তাঁর নাম মহম্মদ রাজা। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির চন্দননগর থানার নাড়ুয়া ষষ্ঠীপুকুর ব্রিজের নিচে। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই যুবককে উদ্ধার করে চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। অভিযুক্ত নাসির খান ওরফে ছট্টুকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাকে চন্দননগর আদালতে তোলা হয়। জানা গেছে, শুক্রবার রাতে ষষ্ঠীপুকুর ব্রিজের নিচে ৮-১০জনের একটি দল মদের আসর বসিয়েছিল। অভিযোগ, সেখানে নাসির ও রাজার মধ্যে বচসা শুরু হয়। সেই সময় নাসির পকেট থেকে একটি ধারালো ছুরি বের করে রাজার পেটে চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

আরামবাগ মুখ্য ডাকঘরে রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হুগলির আরামবাগ পোস্টাল রিক্রেশন ক্লাবের পরিচালনায় শনিবার আরামবাগ মুখ্য ডাকঘরে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। এই শিবিরে ৩৩জন রক্তদান করেন। এই শিবিরের সূচনা করেন মুখ্য ডাকঘরের পোস্টমাস্টার কাজলকুমার মুখার্জী। তিনি বলেন, এই মুখ্য ডাকঘর ১৯৮৩ সালে তৈরি হয়। সেই উপলক্ষ্যে প্রতিবছর সদস্যদের উদ্যোগে এই রক্তদান শিবির করা হয়। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, রক্তের মূল্য অনেক। রোগীদের প্রাণ বাঁচাতে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

তাই এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুকুমার দে, শিল্পা ঘোষ, প্রভাত ভট্টাচার্য, অচিন্ত্য দত্ত, সাহেব রানা, রাজেশ দে, কাকলি রাম, ষষ্ঠী ভৌমিক ছাড়াও ডাকঘরের অন্যান্য কর্মী ও ক্লাবের সদস্যরা।

হাসপাতালে হনুমানের তাণ্ডব

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ হুগলির চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালে হনুমানের তাণ্ডবে আতঙ্কিত রোগী ও রোগীর আত্মীয়রা। বেশ কিছুদিন ধরে একদল হনুমান হাসপাতাল চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুযোগ বুঝে ঢুকে পড়ছে হাসপাতালের ওয়ার্ডে। রোগীদের জন্য রাখা ফল ও অন্যান্য খাওয়ার নিমেষে নিয়ে চম্পট দিচ্ছে এলাকা থেকে। আতঙ্কে ভয়ে দিন কাটাচ্ছে রোগী থেকে তার পরিজনেরা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আমরা লিখিতভাবে বনদপ্তরকে জানাব যাতে দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হয়।

ডানকুনি ঃ চুরি যাওয়া ট্রাক উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডানকুনি ঃ কয়েক বৎসর ধরে ডানকুনির থানা এলাকা থেকে বেশ কিছু ট্রাক চুরি হয়ে যাওয়ার অভিযোগ জমা পড়েছিল ডানকুনি থানায়। সম্প্রতি এই রকম একটি অভিযোগ দায়ের করার পর ডানকুনি থানার আই সি বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তল্লাশি চালিয়ে মোট দু'জন ট্রাক পাচারকারীকে গ্রেফতার করে। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের শ্রীরামপুর এসডিপিও অম্লান ঘোষ ও আইসি বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় জানান, ডানকুনিতে প্রায় ট্রাক চুরির অভিযোগ দায়ের করেন গাড়ির মালিকেরা। কিন্তু সেই সব চুরি যাওয়া ওই ট্রাকের হদিশ পাওয়া যায়নি। গত কয়েকদিন আগে এক ট্রাক চুরির অভিযোগের তদন্তে নেমে ডানকুনি থানার পুলিশ বেশ কয়েকজনকে আটক করে। এর মধ্যে দু'জনকে গ্রেফতার করে বাকিদের ছেড়ে দেয়। এই দু'জনের কাছ থেকে ট্রাক চুরি যাওয়ার বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাদের নিয়ে ডানকুনি থানার পুলিশের একটি দল হাওড়া জেলা থেকে চুরি যাওয়া ট্রাক উদ্ধার করে বলে জানিয়েছেন। আরও জানা গেছে, এই সব চুরি যাওয়া ট্রাক বিভিন্ন জেলায় ও রাজ্যে অন্য নম্বর লাগিয়ে চালানোর কাজ জানতে পেরেছেন ওই দুই অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসা করে। তবে এটা যে ডানকুনি থানার একটা বড় সাফল্য তা এক কথায় বলা যেতে পারে।

চিকিৎসা না করিয়েই লক্ষাধিক টাকার বিলের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হিন্দমোটর ঃ শনিবার হিন্দমোটরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা না করে প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে হাসপাতালে ফেলে রেখে লক্ষাধিক টাকার বিল করার অভিযোগ তুললেন রোগীর পরিবার। তাই টাকা ফেরতের দাবিতে রোগীর পরিবার ওই হাসপাতালের কর্ণধারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির হিন্দমোটরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। রোগীর পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, রিষড়ার বাসিন্দা ক্যানসার আক্রান্ত প্রীতি সেবককে হিন্দমোটরের ওই বেসরকারি হাসপাতালটিতে ভর্তি করা হয় কেমোথেরাপির জন্য। কিন্তু ২৬ জুন থেকে আই সি ইউতে ভর্তি ছিলেন প্রীতিদেবী। কিন্তু প্রতিদিনই কেমো দেওয়া হবে বললেও ১২দিনে একবারও কেমো দেওয়া হয়নি। কিন্তু হঠাৎই শনিবার রোগীর পরিবার কেমোর বিষয়ে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করলে কর্তৃপক্ষ তাঁদের জানান, রোগীর অবস্থা খারাপ। এখানে কেমো দেওয়া যাবে না। রোগীকে অন্যত্র নিয়ে যান। পাশাপাশি ১২ দিন ধরে আই সিইউতে রেখে লক্ষাধিক টাকার বিল ধরিয়ে দেওয়া হয় রোগীর পরিবারের হাতে। এরপরই রোগীর পরিবার টাকা ফেরতের দাবিতে হাসপাতালের কর্ণধার দেবাশিস সরকারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। রোগীর এক আত্মীয় বিনীত দীক্ষিতের অভিযোগ, যে হাসপাতালে কেমো দেওয়ার ব্যবস্থা নেই সেখানে রোগীকে ভর্তি করানো হল কেন। কোনো চিকিৎসা না করেই লক্ষাধিক টাকার বিল করেছে হাসপাতাল। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে টাকা ফেরত চাই। বিক্ষোভের মুখে পড়ে শেষ পর্যন্ত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীর পরিবারকে ৫০শতাংশ টাকা ফেরত করলে বিক্ষোভকারীরা শান্ত হন। এ বিষয়ে হাসপাতালের কর্ণধার দেবাশিস সরকার কোনও মুখ খোলেননি।

ভিখারিদের খাইয়ে আনন্দ পান মদন

পিন্টু সাঁতরা, আরামবাগ

নিজের সংসারই ভালোভাবে চলে না। তবুও দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে সপ্তাহে একদিন ভিখারিদের বিনা খরচে খাইয়ে চলেছেন হুগলির আরামবাগ ৪নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মদন মাথুর। মধ্যবিত্ত পরিবারের মদন আরামবাগ পুরসভার একজন অস্থায়ী কর্মী। এছাড়া আরামবাগ সদরঘাট বাজার এলাকায় তাঁর একটি মুড়ি-ঘুগনির দোকান আছে। কাজের ফাঁকে সকাল-সন্ধ্যায় তিনি ওই দোকানে থাকেন। মুড়ি, ঘুগনি, ডিম সিদ্ধ বিক্রি করেন। স্ত্রী মিঠু মাথুর এবং ছেলে সানসিসকোকে নিয়ে তাঁদের তিনজনের সংসার। সানসিসকো বর্তমানে আরামবাগ হাইস্কুলে দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। মদন নিজের ওয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে খেটে খাওয়া দুঃস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়াতে ভালোবাসেন। কাউকে দরখাস্ত লিখে দেওয়া, প্রতিবন্ধী ভাতা, বার্ধক্য ভাতা পেতে সাহায্য করা ইত্যাদি কাজে তিনি হাত বাড়িয়ে দেন। নিজে একজন ভালো ফুটবলার ছিলেন। তাই সময় পেলে এখনও ছোট ছোট ছেলেদের ফুটবল প্রশিক্ষণ দেন। তাঁর এই সব কাজ এখন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তবে এখন যে কাজটি তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা হল প্রতি শনিবার আরামবাগে আসা ভিখারিদের পেট ভরে তাঁর দোকানে বসিয়ে ভাত খাওয়ানো। মদন জানালেন, ২০১২ সাল থেকে তিনি এই কাজ করে আসছেন। তিনি বলেন, আমি যখন দোকানে বসে মুড়ি, ঘুগনি বিক্রি করতাম তখন দেখতাম ভিখারিরা দোকানে দোকানে ভিক্ষা করছে। কেউ তাঁদের ভিক্ষা দিচ্ছে আবার কেউ দিচ্ছে না। তা দেখে আমার খুব কষ্ট হয়েছিল। তখন আমার মনে হয়েছিল এদের জন্য কিছু করা দরকার। সেদিন থেকেই ওদের কথা ভেবে আমি প্রতি শনিবার ওদের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করি। ডাল, ভাত, শাক, পোস্ত রান্না করে প্রথম প্রথম ৪০-৪৫জনকে খাওয়াতাম। এখন তা বেড়ে হয়েছে ৫০-৬০জন। ডাল, ভাত, পোস্তর পাশাপাশি যেদিন ভালো ব্যবসা হয় সেদিন ডিমেরও ব্যবস্থা করি। মদন জানালেন, একাজে তাঁর স্ত্রী মিঠুদেবী তাঁকে সাহায্য করেন। স্ত্রী বাড়িতে সবকিছু রান্না করে দেন। আমি বাড়িতে গিয়ে তা দোকানে নিয়ে আসি। তারপর আমি নিজেই ভিখারিদের বসিয়ে পরিবেশন করি। প্রয়োজন পড়লে স্ত্রীও পরিবেশন করেন। এবিষয়ে মিঠুদেবী জানালেন, স্বামীর এই উদ্যোগে আমি ভীষণ খুশি। ওদেরকে সামান্য খাবার দিতে পেরে খুবই ভালো লাগে। এর থেকে আর কিছু ভালো হতে পারে না। এবিষয়ে মদন জানান, আমার মতো আরও কেউ যদি এগিয়ে আসত তাহলে এইসব অসহায় ভিখারিরা আরও একটু ভালোভাবে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকতে পারত। হরাদিত্যের প্রতিমা যাদক, কালীপুরের সরস্বতী দুলে, মায়াপুরের গীতা মালিক, পারুলের গায়েত্রী দুলে, বসন্তপুরের লক্ষী মালিকরা জানালেন, এমনিতে বাড়িতে ভালোভাবে খাবার জোটে না। তাই সপ্তাহে একটা দিন অন্তত ভালোভাবে খেতে পাই। তাই এদিনটার জন্য অপেক্ষায় থাকি। ওনার এই ভালো কাজের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর

ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭

নিরোগ ডায়াগনস্টিক

●সিটি স্ক্যান ●ডিজিটাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিওগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ডি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি

Dr. Nischay R, M.D. D.M.

প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।